যায়যায়দিন
৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ মঙ্গলবার

সারাদেশের সড়ক সংস্কারের পাশাপাশি রাজধানীর সড়ক সংস্কারও জরুরি

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

সারাদেশে সড়কের বেহাল দশা নিয়ে দেশ অনেকটাই টালমাটাল হয়ে উঠেছিল। সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অবস্থা। দেশের প্রায় সব এলাকার রাস্তাঘাট চলাচল অনুপযোগী হয়ে উঠায় দেশব্যাপী তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়েছে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদেও। দীর্ঘদিন যাবত রাস্তাঘাটগুলো সংস্কার না করায় সব সড়কই কমবেশী চলাচল অনুপযোগী হয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে বিস্তর লেখালেখি এবং বলাবলি হলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেন কিছুই শোনেনি এতদিন। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করায় এবং জাতীয় সংসদে সরকার পক্ষের সদস্যরা যোগাযোগ মন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়ায় নড়েচড়ে বসেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় রাতারাতি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। যদিও তাড়াহুড়া করে সড়ক সংস্কার কাজ কতটা সফল হবে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। তবু ভালো শেষ পর্যন্ত একটা পদক্ষেপ তো নেয়া হলো। এখন দেখার বিষয় এই পদক্ষেপ কতটা টেকসই হয়।

তবে সড়কের বেহাল দশা নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন যেহারে নাজেহাল হয়েছেন তা থেকে তার ভাবমূর্তি ভালো অবস্থানে নিয়ে আসতে হলে তাকে প্রচুর কাজ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট নাগরিকসহ নানা অঞ্চলে তার পদত্যাগের দাবি উঠলেও এ যাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর কারণে তিনি হয়তো মন্ত্রীত্ব হারাবেন না। কিন্তু জনগণের মাঝে তার প্রতি যে অনাস্থা তৈরি হয়েছে তা আস্থায় ফেরত আনাটা দুঃসাধ্য হবে। এজন্য দেশের সড়ক ব্যবস্থাপনাসহ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে সর্বোচ্চ কাজটুকু করে দেখাতে হবে। সড়কের যে বেহাল দশা নিয়ে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সড়কগুলোকে সে অবস্থা থেকে দীর্ঘমেয়াদে মুক্তি দিতে হবে। যেকোনোভাবে দেশের সড়কগুলোকে যত দ্রুত পূর্ণাঙ্গ চলাচল উপযোগী করা যাবে তত দ্রুত যোগাযোগমন্ত্রীর ওপর মানুষের ক্ষোভ কমবে।

পুরো দেশের সড়ক নিয়ে যখন তুমুল হৈচৈ তখন আমরা ঢাকা শহরের

যোগাযোগমন্ত্রীর মতো ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়রের পদত্যাগেরও দাবি উঠতে পারে নগরীর সড়কের বেহাল দশার সূত্র ধরে। আশা করি সিটি মেয়র সে সুযোগ দেবেন না। নগরবাসীকে ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে শিগগিরই এগিয়ে আসবে ঢাকা সিটি করপোরেশন এই প্রত্যাশা থাকল।

রাস্তাঘাটগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে দেখি। দীর্ঘদিন যাবত ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটগুলো সংস্কারহীন। ঢাকার এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে ভাঙ্গাচোরা রাস্তাঘাট পাওয়া যাবে না। অথচ রাজধানী ঢাকা নিয়ে অনেক অমৃত বচন আমরা শুনতে পাই।

ঢাকার উন্নয়নে ঢাকা সিটি করপোরেশন উদ্যোগী থাকলেও গত কয়েক বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি রাস্তাঘাটের উন্নয়নে ব্যাপক কোনো কাজ করেনি বলে মনে হয়। নগরীর সড়কগুলো দেখলে যে কেউ মনে করতে পারেন এগুলো দেখার কেউ নেই। রাজধানী ঢাকার উত্তরা থেকে শুরু করে পুরান ঢাকা পর্যন্ত এমন কোনো রাস্তা নেই যেগুলো ব্যবহার উপযোগী। প্রতিটি সড়কেই শত শত গর্ত। ড্রেনের পানি উপচে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। একটু বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাটগুলোতে পানি জমছে। সেই পানিতে ঢাকা পড়া গর্তে উল্টে পড়ছে নানা যানবাহন। আহত হচ্ছে আরোহীরা, বিকল হচ্ছে যানবাহন। এদিকে রাস্তায় জমে থাকা পানি নামলে বিশাল বিশাল গর্ত রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে এমন অবস্থা চলতে থাকলেও এ সব বিষয় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি সংশ্লিষ্টদের। ফলে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। প্রতিবছরই সড়ক ঠিকঠাক করা হয়। আবার প্রতিবছর বৃষ্টির সময়ে সড়কগুলো চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কেন এমনটি হচ্ছে সেটা কি একবারও ভেবে দেখছেন না কেউ। সড়কগুলো তৈরি, সংস্কার বা মেরামতের সময় কি দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা মাথায় রাখা যায় না ? কেন প্রতিবছর সবগুলো সড়কের এমন অবস্থা হবে? আমি কোনো সড়ক বিশেষজ্ঞ না হলেও এটুকু অন্তত বুঝি যথাযথ পরিকল্পনা এবং প্রকৃত প্রকৌশল জ্ঞানের ব্যবহার করে সড়ক তৈরি, মেরামত বা সংস্কার করা হলে প্রতিবছর এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না নগরবাসীকে। বিশেষজ্ঞরাও তেমনটি বলেন। তাহলে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি কেন বোঝেন না ?

আমি জানি না ঢাকা সিটি করপোরশনের মেয়র বা কর্মকর্তারা কতদিন হয় রাজধানীর সড়কগুলোতে চলাচল করেন না। তারা নিয়মিত সড়কগুলোতে চললে কোনো না কোনো পরিবর্তন অন্তত কিছু সড়কে আসতো। এ অবস্থায় রাজধানী ঢাকার সড়ক নিয়ে নগরবাসীর মাঝে নতুন করে অসন্তোষ দেখা দেবে যেকোনো সময়। বিষয়টি আমলে নিয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশন যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে ততই মঙ্গল। যোগাযোগমন্ত্রীর মতো ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়রের পদত্যাগেরও দাবি উঠতে পারে নগরীর সড়কের বেহাল দশার সূত্র ধরে। আশা করি সিটি মেয়র সে সুযোগ দেবেন না। নগরবাসীকে ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে শিগগিরই এগিয়ে আসবে ঢাকা সিটি করপোরেশন এই প্রত্যাশা থাকল।

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা: ডিন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি